পুঁজিবাদ, আমেরিকা এবং ইসলাম

আবুসাইদ মাহফুজ

তর্ক বিতর্ক দিয়ে কোন বিষয়ে সমাধানে পৌঁছার সম্ভাবনা সাধারণত থাকে না। তর্কে শুধু উত্তেজনা বাড়ে, সমাধানে পৌছে না। হ্যাঁ, গঠনমুলক বিতর্ক বা সমালোচনায় অনেক সময় এমন কিছু বিষয় বেরিয়ে আসে যা সংশ্লিষ্টদের দৃষ্টিকে প্রসারিত করে দেয়।

ইন্টারনেট জগতে আমরা যারা লিখি বা পড়ি তাদের বিতর্ক এবং লেখালেখিতে ইদানিং একটি ত্রিভুজ তৈরি হয়েছে। গত কিছুদিন থেকে ভাবছিলাম এই ত্রিভুজ নিয়ে কিছু কথা লিখবো কিন্তু সেই একই কৈফিয়ত, "সময় হয়না"। ত্রিভুজটি হলো পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র এবং ইসলাম এই তিনটি কোণকে নিয়ে। ত্রিভুজটি অবশ্য নতুন কিছু নয়, আমাদের বাংলাদেশীদের বংশদ্ভোতদের মধ্যেও সীমাবদ্ধ নয়। সাম্প্রতিক কালে সাইবার জগতে এই ত্রিভুজের সমর্থকদের মধ্যে কিছু লেখা কাটা কাটি (কথা কাটাকাটির আদলে ব্যাবহৃত) বিতর্ক, কলমী লড়াই এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তা ব্যাক্তিগত আক্রমন পর্যন্ত গড়িয়েছে। এই বিতর্ক চলছে আপাতত চারটি ওয়েব সাইটকে মাধ্যম হিসেবে ব্যাবহার করে। ভিনমত, মুক্তমনা, সদালাপ এবং বাংলা আমার। পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র আর ইসলামের যে ত্রিভুজ সে ত্রিভুজের সমান্তরালে বা অভ্যন্তরে অন্য একটি ত্রিভুজ নিহিত রয়েছে। আর সে ত্রিভুজটি তিন কোণে রয়েছে তিনটি সেমেটিক ধর্ম তথা ইহুদীবাদ, খৃষ্টবাদ এবং ইসলাম।

পাঠকদের বুঝার সুবিধার্থে ত্রিভুজ দুটি এঁকে দিলেই সম্ভবত ভাল হবে।

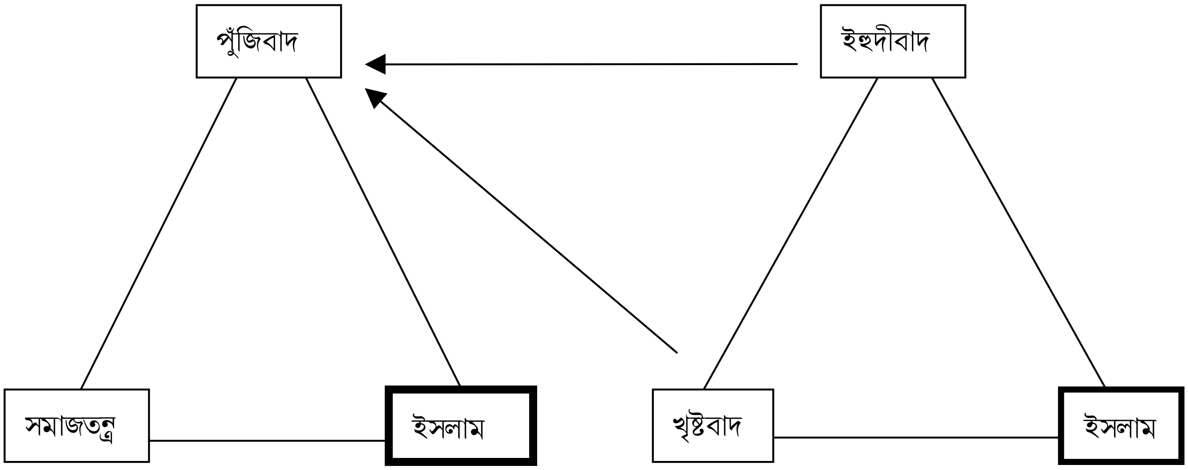

উপরোক্ত ডায়াগ্রাম বা ত্রিভুজদ্বয়ের উভয়টির মধ্যে রয়েছে ইসলাম। অন্য অর্থে বলা যায় অর্থনৈতিক মতবাদ হিসেবে পুঁজিবাদ এবং সমাজতন্ত্রের সাথে এবং পৃথিবীর প্রাচীনতম সেমেটিক ধর্মসমূহের মধ্যে প্রধানতম দু'টি ধর্ম ইহুদীবাদ এবং খৃষ্টবাদের সাথে ইসলামের একটা চিরন্তন দ্বন্ধ চলে আসছে। ইসলাম বা ইসলামিস্টদের দৃষ্টিতে দ্বিতীয় ত্রিভুজটির প্রধান দু'টি ধর্ম ইহুদীবাদ ও খৃষ্টবাদ মূলত প্রথম ত্রিভুজের শীর্ষে অবস্থিত পুঁজিবাদেরই অন্য একটি রূপ। যদি ও সমাজতন্ত্রীদের

দৃষ্টিতে দ্বিতীয় ত্রিভুজটি পুরোটাই অর্থাৎ ইহুদীবাদ, খৃষ্টবাদ এবং ইসলাম এই তিনটি ধর্মাদর্শই পুঁজিবাদের তল্পীবাহী। আবার কারো দৃষ্টিতে তো ইসলামের উপর বিশেষত ইসলামের সমবন্টন নীতির সাথে সমাজতন্ত্রের মিল রয়েছে ।

আজকের আলোচনায় এটা বলার বা প্রমাণ করার চেষ্টা করা হবেনা যে, উপরোল্লিখিত ত্রিভুজদ্বয়ে ইসলামের সাথে দু'টি অর্থনৈতিক মতবাদের এবং অপর দু'টি ধর্মীয় মতবাদের মধ্যে যে চিরন্তন দ্বন্দ্ব রয়েছে তাতে তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে কে ঠিক বা বেঠিক। বরং এখানে আলোচনা করা হচ্ছে যে, আধুনিক বিশ্বে সভ্যতার যে দ্বন্দ্ব চলছে এ দ্বন্দ্বের পেছনে উপরিল্লিখিত অর্থনৈতিক মতবাদসমূহ এবং ধর্মীয় মতবাদসমূহের দ্বন্দ্ব অন্যতম।

২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের পর নভেম্ভরের দিকে নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটির ল' স্কুলে ১১ সেপ্টেম্বর পরবর্তি ঘটনার উপর একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আমার যতটুক মনে পড়ে সেমিনারের মুল বিষয় ছিল আমেরিকায় ইসলাম বা ইসলাম এবং আমেরিকা। সেমিনারের প্রধান বক্তা এবং অন্যতম স্পন্সর ছিলেন প্রেসিডেন্ট (সাবেক) বিল ক্লিনটন। এক্ষেত্রে প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের বক্তব্যের একটি কথা আমার আজকের এ লেখায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এমনকি বলা যায় আমার আজকের এ লেখার প্রতিপাদ্য বিষয় প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের বক্তব্যের সেই কথাটি।

প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন সে বক্তব্যে বলেছিলেন, "ইহুদীবাদ, খৃষ্টবাদ এবং ইসলামের মধ্যে যে সমস্যা, এ সমস্যাকে যত সহজে সমাধান করা সম্ভব মনে করা হচ্ছে, ব্যাপারটা তত সহজ নয়। সমস্যাটি আরো অনেক গভীরে। এ ধর্মগুলোর জন্ম থেকেই এ সমস্যা বিরাজমান।" তিনি আরো বলেন, "তবে আমি মনে করি পৃথিবীর প্রতিটি নদ নদীর কোথাও না কোথাও যেমন সেতু রয়েছে তেমনি এ সমস্যাটিরও কোথাও না কোথাও সেতু রয়েছে।" সমস্যা সমাধানের উপায় হিসেবে প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন সেই সেতু খুঁজে নেবার পরামর্শ দেন। বিশ্বাস এবং আদর্শকে কেউ কোনদিন নিঃশেষ করে দিতে পারে না।

সুপ্রিয় পাঠক, একথাটাই আমি আমার কোন কোন লেখায় বুঝাতে চেয়েছি যে ব্যাপারটা যত সহজ ভাবা হচ্ছে ব্যাপারটা কিন্তু তত সহজ নয়। ব্যাপারটা এজন্য বলছিনা যে, মুসলমানরা আল্লাহর বাহিনী সুতরাং আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করবেন। ব্যাপারটাকে সম্পূর্ণ সমাজ বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে লক্ষ্য করলেও একথা চিন্তা করার বিষয়। আপনি যদি বিশ্বাস করেন যে, পৃথিবীর ইতিহাসে সবগুলো ধর্মযুদ্ধই নিছক ক্ষমতার লড়াই, স্বার্থের দ্বন্দ্ব। আল্লাহ খোদা বা গড এসব নিছক ভাওতাবাজী, বা বিশ্বাসীদের মনস্তাত্ত্বিক বিষয় মাত্র। তথাপী এ কথা মানতেই হবে, ব্যাপারটা ফুৎকারে উড়িয়ে দেয়ার বিষয় নয়। মেথোডোলজী বা জীবন বিধান হিসেবে কোরান বা হাদীসে এমন কিছু মন্ত্রনা আছে যা গত ১৪শ বছর যাবতই পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছে। অন্যন্য ধর্মগন্থের মতই কোরান বা হাদীসে এমন কিছু শিক্ষা আছে যা হাজার হাজার মানুষকে ত্যাগ ও ভালবাসায় অনুপ্রাণিত করেছে। আপনি এটাকে না মানতে পারেন, আপনি এটাকে কুশিক্ষা বলতে পারেন, বলতে পারেন এটা একটা মনস্তাত্ত্বিক বিকৃতি। সেটা আপনার বলার স্বাধীনতা, কিন্তু সমাজ বিজ্ঞানের দৃষ্টিতেও ব্যাপারটা গভীরভাবে চিন্তা করার বিষয়। গত ১৪শ বছর ধরে বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ প্রাণ দিয়ে ভালবাসা দিয়ে যে বিশ্বাসকে জিইয়ে রেখেছে সে বিশ্বাসকে আপনি তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেয়ার মানষিকতা পোষন করাটা নিতান্তই একটা ভুল সিদ্ধান্ত হবে। আপনি যদি ধর্মবিশ্বাসী, যারা প্রকৃত অর্থে বিশ্বাসী তাদের সাথে উঠা বসা করেন তাহলে আমি নিশ্চিত ব্যাপারটা আপনাকে ও অনুপ্রাণিত করবে, মোহিত হয়ে পড়বেন। তখন আপনার বন্ধু মহলের কেউ বলে বসতে পারে যে, রোগটা আপনাকে ও পেয়ে বসেছে।

আমি এখানে ঐ সমস্ত অশিক্ষিত কুসংস্কারাচ্ছান ধর্মবিশ্বাসীদের কথাও বলছিনা যারা নিছক কুসংস্কারাচ্ছন কিছু বিশ্বাস নিয়ে দিনাতিপাত করছে। এজন্যই আমি আমার আগের কিছু লেখায় জনাব কুদ্দুস খান বা কোন কোন লেখায় তসলিমা নাসরিনের সমালোচনা করেছি যে, তাঁরা সবসময় ইসলামের উদাহরণ এনেছেন তাদেঁর দাদী নানীদের কাছে দেখা চিত্র থেকে। এ প্রেক্ষিতে তাই জনাব কুদ্দুস খান, কিংবা তসলিমা নাসরিন যাঁরাই ইসলামের সাথে কুসংস্কারের সম্পর্ক টানেন আপনাদের দাদী নানীদের উদাহরণ দিয়ে তাদেরকে একটা কথা আজ না বললেই নয়। ব্যাক্তিগতভাবে আমি আবুসাইদ মাহফুজ ও হয়তো একজন নাস্তিক বা ইসলাম বিদ্বেষী হয়ে পড়তাম যদি আমি আমার শুধু আমার দাদী নানী কিংবা আমার নিজস্ব গন্ডীর ভেতরে রাখতাম। আমি অনেক সময়ই আমার কাছের অনেক বন্ধুদের বলি আমি যদিও বাংলাদেশের একটি সম্মানিত মুসলিম পরিবার থেকে এসেছি। তথাপী আমার মনে হয় আমি ইসলাম শিখেছি মালয়েশীয়া, থাইল্যান্ড, সিংগাপুর গিয়ে। ইসলামের প্রতি তাদের ভালবাসা, শ্রদ্ধা, জ্ঞান দেখে। কম্যুনিজমের লাল বই, পুঁজিবাদের তত্ব আমি ছোট বেলায় খতম দিয়েছি এবং ঐ সব তত্বের ভক্তও হয়ে পড়েছিলাম। আজও আমি ঐ সব তত্বের মহান দিকগুলোকে শ্রদ্ধা করি। সমাজতন্ত্রের আদর্শেন জন্য যাঁরা ত্যাগী তাদেরকে আজও আমি সমীহ করি। আমি আমার অনেক লেখায় এবং আলোচনায় ডঃ আহমদ শরীফের উদাহরণ টানি, যাঁকে আমি বলি ঈমানদার নাস্তিক। আইজাক আসিমভের মত যাঁদের নাস্তিকতার বিশ্বাসে দৃঢ়তা ছিল।

বাংলাদেশের অনেকগুলো মুসলিম পরিবার থেকে অনেক নাস্তিকের জন্ম হয়েছে। যেমন, জনাব আবুল হাশিমের ছেলে বদরুদ্দিন ওমর, মৌলভী সিদ্দিক আহমদের ছেলে সাইফুদ্দিন আহমদ মানিক, মওলানা আকরাম খাঁর নাতি আবেদ খান প্রমূখ। কেন এমন হলো, এর বিস্তারিত উত্তর পরবর্তি কোন এক লেখায় দেব। সংক্ষেপে আজ শুধু আমার নিজের উদাহরণ দিয়ে এতটুকুই বলবো ব্যাপারটা হয়তো আমার ক্ষেত্রেই ঘটতে পারতো। আমার নিজের পারিবারিক এবং সামাজিক পরিসরও ছিল নাম করা মৌলভী জাতীয়। ক্লাসের বাদ দিয়ে মার্ক্স, লেলিনের লাল বই পড়ার অপরাধে বাবার পিটুনি আমি ও খেয়েছি। কিন্তু আমি যদি আমার ধর্মীয় জ্ঞান এবং উপলদ্ধিকে আমার পরিবার এবং গন্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতাম তাহলে তাসলিমার মত কথা আমার মুখ দিয়ে ও বের হতো। এ জন্যই প্রখ্যাত ব্রিটিশ গায়ক কেটস স্টিভেন্স যিনি ইসলাম গ্রহণ করে বর্তমানে ইউসুফ ইসলাম নামে পরিচিত তিনি বলেছিলেন, ”আমার ভাগ্য ভাল যে, আমি মুসলমানদেরকে জানার আগে ইসলামকে জানার সুযোগ পেয়েছি। কারণ আমি যদি ইসলামকে জানার আগে মুসলমানদেরকে জানতাম তাহলে আমি কোনদিনই হয়তো ইসলাম গ্রহন করতাম না।”

পৃথিবীর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এ রকম অনেক ঘটনাই চোখে পড়বে। ইতিহাসে অনেকগুলো যুদ্ধ বিগ্রহই হয়েছে। যুদ্ধের পর সব সময় দু'পক্ষের সম্পূর্ণ ভিনধর্মী সংবাদ এবং পর্যালোচনা থাকে। **এক পক্ষের দৃষ্টিতে আরেক পক্ষ হয়ে যায় দেশদ্রোহী। স্বাভাবিক নিয়মে সব দোষ গিয়ে গড়ায় পরাজিত গ্রুপের উপর।** দুঃখজনকভাবে আমার এ মূল্যায়নটাকে ভিনমতের সম্পাদক জনাব কুদ্দুস খান মুসলমানদের বেঁচে থাকাকে টিকটিকির বেঁচে থাকার সাথে তুলনা করেছেন। ওয়েল... আমি জানি না, জনাব কুদ্দুস খানের এ মন্তব্যের প্রতি উত্তর কিভাবে দেব। আমি শুধু এতটুকুই বলবো যে, ইতিহাসই তার প্রমাণ দেবে মুসলমানরা কি টিকটিকি হয়ে বাঁচে নাকি অন্য কিছু হয়ে। হ্যাঁ, আজকে মুসলমানদের যে পশ্চাৎপদতা, আর বিশ্বের মহাশক্তিধর আমেরিকার বুশ প্রশাসন মুসলমানদের যেভাবে পিছু নিয়েছে তাতে হতে পারে আজকের প্রেক্ষাপটে মুসলমানদের পতন আসতে ও পারে।

আজকের বিশ্বে আমেরিকাই সর্বে সর্বা। সেক্ষেত্রে মুসলিম সভ্যতার পতন হওয়াটা অসম্ভব কিছু নয়। যেমনিভাবে পতন হয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়নের। আমেরিকা বরং আরো স্পষ্ট করে বলতে গেলে এই বুশের পিতা সিনিয়র বুশ সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নকে কুপোকাত করেছেন আর সুপুত্রের জন্য রেখেছেন অপর শত্রু ইসলাম। জুনিয়র বুশ তাঁর পিতার পদাংক অনুসরণ করে মুসলিম শত্রু নিধন করবেন। তবে এই আমেরিকাতেই একটি কথা প্রচলিত আছে, যে কথাটা মূলতঃ বাস্তবতার প্রতিফলন। কথাটা হলো, "কোন জিনিস পপুলার বা বহুল পরিচিত হলেই যে জিনিসটা ঠিক বা ভাল তা ঠিক নয়। আবার কোন মত বা মতাদর্শ পরাজয় বরণ করলেই যে মতাদর্শটা ভুল বা খারাপ তা বলা যাবে না। অনেক সত্যই অখ্যাত থেকে যায়। অনেক মিথ্যাই বিখ্যাত হয়ে পড়ে।"

এখানে আরো একটি বিষয় স্পষ্ট করে দেয়া দরকার মনে করছি। আমি বা আমরা মুসলমানদের পশ্চাতপদতাকে অস্বীকার করছিনা বা আজকের পুঁজিবাদি বিশ্বের বাস্তবতা তথা আমেরিকার ইতিবাচক দিকগুলোকে অবমূল্যায়ন করছিনা। তবে কি কি বিষয়ে বা প্রেক্ষাপটে আমরা আমেরিকার অন্ধ সমর্থক জনাব কুদ্দুস খান বা পুঁজিবাদি বিশ্বের সমালোচনা করছি তার কিছু উদাহরণ পাঠকদের সামনে পেশ করার চেষ্টা করবো।

মুসলমানদের পশ্চাৎপদতা সম্পর্কে আজকের এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে এতটুকুই বলা যায় যে, বিশ্বের কোন শিক্ষিত-সচেতন মুসলমান মুসলমানদের এই পশ্চাৎপদতা সম্পর্কে বে খবর নন। যুগে যুগেই যে ইসলামের সংস্করণ প্রয়োজন, পুর্নগঠন প্রয়োজন তা অনস্বীকার্য। আর মুসলমানদের এই পশ্চাৎপদতার সম্ভাবনার কথা, সংস্কারের কথা কোরআন এবং হাদীসে ও উল্লেখ করা হয়েছে। এ জন্যই ইসলামী আইনের উৎস হিসেবে কোরআন এবং হাদীসের পরই বলা হয়েছে ইজমা এবং ক্বিয়াস বা ইজতিহাদের কথা। ক্বিয়াস বা ইজতিহাদ হলো মুলতঃ সমস্যাসমূহের যুগোপযোগী সমাধান। ইজতিহাদের ক্ষেত্রে স্থান এবং কাল বিবেচনাকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এছাড়াও হাদীসে অন্য যে পরিভাষা ব্যাবহার করা হয়েছে তা হলো তাজদীদ বা ইসলামকে যুগোপযোগী করে পুর্নগঠন। অবশ্য এ ক্ষেত্রেও ইসলামের কিছু নীতিমালা রয়েছে। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে, **"নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক প্রতি শত বছরে এমন কিছু ব্যাক্তি বা প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি (প্রেরণ) করবেন, যিনি বা যাঁরা তাঁর দ্বীন বা ইসলামকে যুগপোযোগী করে পুর্নগঠন করবেন।"**

এ যুগে মুসলমানরা পশ্চাৎপদ এতে কারো কোন সন্দেহ নেই। কুদ্দুস খান হয়তো বলে উঠবেন, মুসলমানরা পশ্চাৎপদ ছিল না কবে। ওয়েল... কথাটা আপনাদের মনপূত না হলে ও বলতে হবে যে, সভ্যতার ইতিহাস পড়লে দেখতে পাবেন যে, বর্তমান সভ্যতার অনেক কিছুরই গোড়াপত্তন করেছিল মুসলমানরা। আমি জানি, কথাটা মোটেই আপনাদের মনপুতঃ হবে না। এক্ষেত্রে আমাদের মূল্যায়ণ সমাজতন্ত্রী বা বর্তমান বিশ্বের মহাশক্তিধর আমেরিকার অন্ধভক্ত জনাব কুদ্দুস খান সাহেবদের মূল্যায়নের মধ্যে কিছু পার্থক্য রয়েছে। এ মূল্যায়নে যাবার আগে আরো একটা কথা বলে রাখা একান্ত প্রয়োজন মনে করছি। আমরা অন্ধভাবে একচেটিয়া কাউকে খারাপ বা ভাল বলার পক্ষপাতি নই। আপনারা যেভাবেই মূল্যায়ন করেন না কেন, আমরা কিন্তু অন্ধভাবে আমেরিকা বা পুঁজিবাদী বিশ্বের বিরোধীতা করছিনা। আমি এবং আমার মত আমরা অনেক ইসলামিস্ট মনে করি যে আমেরিকায় শেখার মত অনেক কিছু আছে। ব্যাক্তিগতভাবে আমি আজ ৮ বছর আমেরিকায় আছি। আমার মনে হয় প্রতিদিনই এ সমাজ থেকে কিছুনা কিছু শিখছি। আমি যখন নিউ ইয়র্ক সিটির সাবওয়েতে বসি, ব্রুকলীন ব্রিজের দিকে তাকাই তখন এদের প্রযুক্তি জ্ঞান দেখে মোহিত হয়ে যাই। আমি যখন ওয়াশিংটন ডি.সি, ডেট্রয়েট, এবং ম্যানহাটানের স্টীট এবং এভিনিউর বিন্যাসের দিকে তাকাই তখন এদের ব্যাবস্থাপনা জ্ঞানের প্রতি

শ্রদ্ধা এসে যায়। কিন্তু সাথে সাথে আমি এটাও মনে করি যে, বাঙালী হিসেবে, মুসলমান হিসেবে আমাদের মধ্যে অনেক কিছু আছে যা আমেরিকানরা আমাদের কাছ থেকে শিখতে পারতো। এটাই আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং জনাব কুদ্দুস খান সাহেবদের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে পার্থক্য। আমি যখন দেখি একজন বাঙ্গালী মুসলমান আজ দশ বছর থেকে আমেরিকায় আছেন, নিজের কষ্টার্জিত টাকা নিজে ভোগ না করে দেশে আপন স্ত্রী কন্যার কাছে পাঠিয়ে দেন। আপন স্ত্রীর ভালবাসায় পশ্চিমা দেশের সাদা মেয়েদের শরীর বুক তাদেরকে আকৃষ্ট করেনা তখন ঐ সমস্ত যুবকদের প্রতি শ্রদ্ধায় আমার মাথা নত হয়ে আসে। অনেক আমেরিকানের কাছে এটা অবিশ্বাস্য যে, তার স্ত্রী আজ দশ বছর থেকে পড়ে আছে অথচ তার কোন বয় ফ্রেন্ড নেই। পুঁজিবাদি আমেরিকার চাকচিক্যে মোহিত কারো কারো কাছে এসব ঘটনা কল্পকাহিনী মনে হতে পারে, কিন্তু এটাই বাস্তবতা। বছর কয়েক আগে রিডার্স ডাইজেস্টে একটি উক্তি ছাপা হয়েছিল যে, "একজন আমেরিকান যখন একাকী থাকা অবস্থায় স্মাইল করে বা মুচকী হাসে একমাত্র সেটাই প্রকৃত স্মাইল।" অর্থাৎ আমেরিকানরা যখন অন্যের সামনে অফিস আদালতে স্মাইল করে এসবের বেশীর ভাগই মেকী। পশ্চিমাদের হাজারো গুণের মধ্যেও আমরা জানি এখানে একটা বিরাট সমস্যা হলো বিশ্বাসের অভাব। অথচ আমার গরীব হতে পারি, আমরা পশ্চাতপদ হতে পারি। কিন্তু আমাদের মাঝে এখনো বিশ্বাস আছে, আস্থা আছে, স্বামী তার স্ত্রীকে রেখে বছরের পর বছর প্রবাসে থাকলেও কেউ কাউকে অবিশ্বাস করে না। একজনের বউ নিয়ে আরেকজন বা একজনের বউ পরপুরুষের হাত ধরে পালায় না। কুদ্দুস খান সাহেব বা অন্য কেউ হয়তো চট করে লাফ দিয়ে বলে বসবেন, বলে কি লোকটা!! কত ঘটনাই তো প্রত্যহ ঘটে যাচ্ছে। এর উত্তরে শুধু বলবো, ঐ ঘটনাগুলো ঘটছে আপনাদের মধ্যে যারা পাশ্চাত্যের পুজারী তাদের মধ্যে। কোন বাঙালী যারা হিন্দু হোক বা মুসলিম হোক যারা ধর্মীয় মূল্যবোধে বিশ্বাস করে পরষ্পরকে বিশ্বাস করে, আস্থা রাখে তাদের মধ্যে এমন ঘটনা ঘটেনা। অবিশ্বাসের এই বীজ এসেছে আপনাদের পশ্চিমা সভ্যতা থেকে।

আমরা আমেরিকা বিরোধী নই তবে আমরা আমেরিকার পররাষ্ট্রনীতির বিরোধীতা করি। আমেরিকার অনেক অনেক গুণের মধ্যে একটা প্রধানতম দোষ হলো আমেরিকার পররাষ্ট্রনীতি। আমেরিকার হাজার হাজার জন্মসূত্রে নাগরিক ও আমেরিকার পররাষ্ট্রনীতিকে অন্যায় এবং পক্ষপাতদুষ্ট মনে করেন। ব্যাক্তিগতভাবে আমি (মিশিগানে) একজন কংগ্রেসম্যানের সাথে ১৮ মাস কাজ করেছি। অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে ব্যাক্তিগতভাবে মিশেছি। যে কংগ্রেসম্যানকে আমার একাধিক লেখায় আমার জীবনে পাওয়া মহৎ ব্যাক্তিদের অন্যতম হিসেবে উল্লেখ করেছি। আমার শ্রদ্ধেয় সেই কংগ্রেসম্যান ডেভিড বোনিওর সুদীর্ঘ ২৬ বছর কংগ্রেসম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। একসময় ডেমোক্র্যাটিক দলের হুইপ ছিলেন। কংগ্রেসম্যান ডেভিড বোনিওর একাধিকবার এই পররাষ্ট্রনীতির সমালোচনা করেছিলেন।

অথচ আমাদের জনাব কুদ্দুস খান সাহেব সবসময়ই আমেরিকার পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে শুধু মোসাহেবী ভুমিকা গ্রহন করে আসছেন। আমেরিকার ইরাক আক্রমন নিয়ে সারা বিশ্ব যখন সোচ্চার ঠিক সে সময়ও জনাব কুদ্দুস খান মোসাহেবীতে বিভোর। "ইরাকে কি গনতন্ত্র সম্ভব" শীর্ষক তাঁর এক পৃষ্ঠার এক লেখায় তিনি বললেন যে, "প্রেসিডেন্ট বুশ ইরাকে গনতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করতে বদ্ধ পরিকর। কেননা, তিনি মুসলিম দেশ সমূহের কাছে একটি দৃষ্টান্তমূলক গণতান্ত্রিক মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে বুঝাতে চান যে মুসলিম বিশ্বে গনতন্ত্র সম্ভব। মিঃ বুশ বিশ্বাস করেন, এটা করতে হবে আমেরিকার নিজের স্বার্থেই।" ইরাকের যুদ্ধ ও মুসলিম চিন্তাধারা শীর্ষক অপর এক নিবন্ধের তৃতীয় পৃষ্ঠায় জনাব খান আরো বলেন, "আমেরিকার প্রেসিডেন্ট কখন ও যুদ্ধে যান না, যুদ্ধে যান তখনই যখন যুদ্ধের প্রতি আমেরিকানদের ব্যাপক সমর্থন থাকে।"

জনাব খান, আপনার উপরোক্ত মন্তব্য সমূহের উপর মন্তব্য করার ভার আমি পাঠকদের উপর ছেড়ে দিলাম। তবে আমার জানতে সাধ জাগে, আপনি আমেরিকার নাগরিকত্ব এখনো গ্রহন করেছেন কিনা, কারন জন্মসুত্রে নাগরিক অনেক আমেরিকানও আপনার উপরোক্ত মন্তব্য শুনে বেশ মজা পাবে। কারণ অনেক আমেরিকানই আমেরিকার অনেকগুলো নীতির বিরোধীতা করে।

পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি সচেতন মানুষ সাদ্দামের অপকর্মের কাহিনী জানে। কিন্তু প্রশ্ন করি, কে এই সাদ্দাম? কে এই সাদ্দামকে দুধ কলা দিয়ে পুষেছে? আমেরিকা যে আফগানিস্তানে আক্রমন করেছে সে আক্রমনের কারণটা কি। সেটা কি আসলে বিন লাদিন নাকি অন্য কিছু। যদি বিন লাদিনই হয়ে থাকবে তাহলে আমেরিকা তো বিন লাদেনের টিকিটিও স্পর্শ করেনি। মাঝখানে হাজার হাজার নিরীহ আফগান শাস্তি ভোগ করলো কেন?

সাদ্দামের চরিত্র সচেতন কোন মানুষের অজানা নয়। তবে সচেতন মানুষ এটাও জানে যে, সাদ্দাম মূলতঃ আমেরিকারই পোষ্য। যে গণবিধ্বংসী অস্ত্রের কথা বলা হচ্ছে সে গুলো সাদ্দামকে কে দিয়েছিল? শুধু সাদ্দাম কেন, কেউ কেউ তো মনে করেন বিন লাদেন ও আমেরিকারই পোষ্য।

জনাব কুদ্দুস খান "প্রসংগ ছদ্মনাম ও মুখোশের প্রতি উত্তরে" শীর্ষক আলোচনায় বলেছেন, "আমরা মনে করি মুসলিম এবং মুসলিম সংস্কৃতি ক্ষয়িষ্ণু শক্তি..."। হতে পারে.. হতে পারে বর্তমান ক্রুসেডে মুসলিম শক্তি পরাজিত হয়ে যাবে। কিন্তু জনাব কুদ্দুস খানকে প্রশ্ন করি, এজন্যই কি (সম্ভবত) মুসলিম ঘরে জন্ম নিয়ে মুসলিম নাম নিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে এত উঠে পড়ে লেগেছেন। ভেবেছেন এই বালা যেহেতে ধ্বংসই হচ্ছে তাই আসন্ন বিজয়ী দলের সাথে থাকাই ভাল। অবশ্য এ প্রসঙ্গে বার্টান্ড রাসেলের দর্শনের দশটি মৌলিক তত্ত্বের একটি তত্ত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। তা হলো, পৃথিবীতে কোন কিছুই চিরন্তন নয়। "নাথিং ইজ সারটেইন.."। আরবী দর্শনে একটি কথা আছে, "পৃথিবীতে এমন কোন জিনিস নেই যার কোন না কোন ক্ষেত্রে বিপদ নাই বা সমস্যা নাই, আর পৃথিবীতে এমন কোন জিনিস নাই যার কোন শেষ নাই।"

আমরা জানি, বর্তমান সভ্যতায় আমেরিকাই হিরো। আমেরিকাই গুরু। আমেরিকাই সবকিছু, কিন্তু জনাব কুদ্দুস ভাই, এটাই শেষ কথা নয়। মুদ্রায় অপর পিঠ ও আছে। নাথিং ইজ সারটেইন।

"প্রসংগ ছদ্মনাম ও মুখোশের প্রতি উত্তরে" শীর্ষক আলোচনায় জনাব কুদ্দুস খান আমি এবং সাইদুলের নাম ধরে বলেছেন যে, আমরাসহ কোন ইসলামিস্টই জনাব কুদ্দুস খানের অর্থনৈতিক তথ্যগুলোর জবাব দিতে প্রস্তুত নই। কারন হিসেবে তিনি বলেছেন যে, কারণ আমরা ইহকালের চে' পরকালকে প্রাধান্য দেই বেশী।" ভাল কথা কুদ্দুস সাহেব, জবাব তো আপনিই দিয়ে দিলেন। হ্যাঁ আমরা ইহকালের চে' পরকালকে প্রাধান্য দেই বেশী। কথাটা মোটেই মিথ্যা নয়। তবে আপনার সাথে একমত না হবার আরো কারণ হলো আপনি যে তথ্য দিয়েছেন, পুঁজিবাদি মতবাদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সে তথ্যকে আমরা ভূল মনে করি। কিভাবে ভুল মনে করি সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনায় যাবার যোগ্যতা আমার নেই কারণ আমি অর্থনীতিবিদ নই। তাছাড়া আমার ক্ষুদ্র জ্ঞান নিয়ে আলোচনা করতে গেলেও আরেকটু বেশী সময় প্রয়োজন। তবুও দু'একটি কথা আজকের পরিসরে বলার চেষ্টা করবো। তারপর আগামী কোন এক লেখায় আমার ক্ষুদ্র জ্ঞান দিয়ে আরেকটু বিস্তারিত লেখার চেষ্টা করবো।

জনাব কুদ্দুস খান বলেছেন, আমেরিকা মিশরকে অর্থনৈতিক অনুদান দিয়েছে ৬০ বিলিয়ন ডলার, আর আর পাকিস্তান তার জন্মলগ্ন থেকে পেয়েছে ৭০ বিলিয়ন ডলার। জনাব খান সাহেব, আপনি জানেন কি আমেরিকা তৃতীয় বিশ্বকে এই অনুদানগুলো কিভাবে দেয়? আপনি জানেন কি অনেক অর্থনীতিবিদের মতে এই অনুদানগুলো দিয়েই কিন্তু আমেরিকা তৃতীয় বিশ্বের সর্বনাশ ডেকে আনে। স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের পথে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে। অন্যদিকে এসব অনুদান খরচ করা হয় আমেরিকার স্বার্থেই। এসব অনুদান দিয়েই আমেরিকা তৃতীয় বিশ্বকে আষ্টে পৃষ্ঠে জড়িয়ে দেয়। আপনি যেহেতু আমেরিকার অন্ধ ভক্ত তাই বিষয়টা আপনার মাথায় ধরবে না।

আমি আগেই বলেছি, আমরা আমেরিকার পুঁজিবাদী ব্যাবস্থাকে ভুল মনে করি। আপনি বলেছেন, মুসলিম বিশ্বের অর্থনীতি বলতে কিছু নাই। আপনি বলেছেন মুসলিম বিশ্বের জি,ডি,পি খারাপ। আমি জানি এবং মানি মুসলিম বিশ্বের অর্থনৈতিক অবস্থা আসলেই ভাল নয়। কিন্তু আপনি একথাও নিশ্চয়ই মানবেন যে, এসব কিছুরই মাপকাঠি কিন্তু সেই পুজিবাদি ব্যাবস্থা। আপনি যে জি.ডি.পির কথা বলেছেন সেই জি.ডি.পি ও কিন্তু অর্থনীতির মাপকাঠি নয়। স্বভাবতই জি.ডি.পি নির্ণয় করা হয় মাথাপিছু আয়কে জনসংখ্যা দিয়ে গুণ করার মাধ্যমে। অন্য অর্থে মাথাপিছু আয়কেই অর্থনীতির মাপকাঠি মনে করা হতে পারে। কিন্তু প্রকৃত অর্থে মাথা পিছু আয়টাও কিন্তু অর্থনীতির মাপকাঠি নয়। হ্যাঁ, আমি অস্বীকার করছিনা যে, এটা অর্থনীতি পর্যালোচনার একটি মানদন্ড। কিন্তু সমস্যাটা এখানেই যে, আপনি সবকিছুই সেই পুঁজিবাদি অর্থনীতির মানদন্ড দিয়েই বিচার করছেন যে মানদন্ডকে অনেক সমাজতন্ত্রী বা ইসলামিস্ট সে মানদন্ডকে সঠিক মনে করেন না। যেহেতু একজন ইসলামিস্ট বা সমাজতন্ত্রী পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক মতবাদকে সঠিক মনে করেন না সেহেতু পুঁজিবাদী হিসাব অনুযায়ী একটা দেশকে উন্নত বা অনুন্নত মানতে বাধ্য নন।

কথাটাকে একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝানো যাক, আপনাদের সাথে বিতর্কে আমি বা আমরা ইসলামিস্টরা শত শত কোরআনের আয়াত পেশ করতে পারবো যেসব আয়াত দিয়ে আপনাকে নিমিষে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিতে তো পারবোই উপরন্তু আপনার যুক্তিকে বুড়িগঙ্গায় ডুবিয়ে দিতে পারবো কিন্তু প্রশ্ন হলো এমন যুক্তি দিয়ে লাভ কি? যেমন এরকম একটা ফানি উদাহরণ পেশ করছিঃ ২- ৩ দিন আগে আমার কিছু মুরুব্বি বন্ধুর সাথে আপনাদের দেয়া এসব চ্যালেঞ্জ নিয়েই কথা বলছিলাম, আমি যখন বললাম, মুসলমানরা কাজ করেনা, মুসলমানরা পশ্চাৎপদ। তখন এক মুরুব্বি এমন এক মজার যুক্তি দিলেন যে সেটা শুনে আমি নিজেও না হেসে পারলাম না। তিনি বললেন, " মুসলমানরা কাজ করার দরকারটা কি? মুসলমানদেরকে আল্লাহ পাক পাঠিয়েছেন বাদশাহর জাতি করে, মুসলমানরা বসে বসে শুধু আল্লাহ বিল্লাহ আর তসবিহ তাহলিল করবে। আর আল্লাহ পাক ইহুদী, নাসারার চাকর জাতিকে দিয়ে তাদের খাবার দাবারের ব্যাবস্থা করবেন।" । শুধু তাই নয়, তিনি আরো যুক্তি পেশ করলেন যে, আরব দেশে তেলের খনি কে দিয়েছে? মুসলমানরা যদি আল্লাহকে ডাকে তখন আল্লাহ পাকই তাদের যিম্মাদার হয়ে যান। তিনি তাবলিগ জামাতের উদাহরণ টেনে বললেন, যে তাবলিগ ওয়ালারা যখন মসজিদে মসজিদে ঘুরে তখন আল্লাহ পাকই তাদেরকে খাওয়ান।

জনাব কুদ্দুস খান, এবং প্রিয় পাঠক, বুঝতেই পারছেন, যুক্তিগুলি আমার নয়। এমন যুক্তিতে আমি বিশ্বাসও করিনা । আমি যুক্তিগুলি এজন্যই পেশ করলাম এজন্যই যে, এরকম এক পক্ষীয় যুক্তি দিয়ে কোন আলোচনা চলতে পারে না। কারো কারো দাদী নানীর কাছে শেখা গল্পের মত হাজারো কল্প কাহিনী আমরাও শুনেছি। আমরাও জানি। প্রত্যেক আলোচনার একটা স্ট্যান্ডার্ড থাকা দরকার। আপনি যদি সারাক্ষন পুঁজিবাদি মানদন্ড দিয়ে আমাকে পৃথিবীর দরিদ্রতম দেশে ডুবিয়ে মারেন

তাতে আমার কি? আমি তো ভাই আপনার সেই মানদন্ড মানি না। আমি তো মনে করি তৃতীয় বিশ্বের এই অর্থনৈতিক দুর্দশার জন্য আপনার পুঁজিবাদী অর্থব্যাবস্থাই দাযী। যেমনিভাবে আমি যদি কোরআন হাদীস দিয়ে আপনাকে হাবিয়া দোজখের তলদেশে পৌছে দেই তাতে আপনার টিকিটিরও কিছু যায় আসে না।

আপনি মুসলিম অর্থনীতির রুপরেখা জানতে চেয়েছেন। তাও বইয়ে নয় বাস্তবে দেখানোর চ্যালেঞ্জ দিয়ে দিলেন। সর্বনাশ! মহা বিপদে ফেলে দিলেন দেখি। ভাবছিলাম একটা দু'টা বই পড়ার পরামর্শ দেব তাও হলো না। আপনি তো চ্যালেঞ্জই দিযে দিলেন। আপনার উত্তরে বলতে হয়। আপনি কখনো ইসলামী ব্যাংকের নাম শুনেছেন? ব্যাক্তিগতভাবে আমি যদিও ইসলামী ব্যংকের প্রতি পুরোপুরী তৃপ্ত নই। তথাপী আপনি যেহেতু চ্যালেঞ্জ দিলেন বাস্তবে দেখার জন্য। আমার মতে আপনি গিয়ে ইসলামী ব্যাংককে দেখতে পারেন । সর্বনাশ তাতে আবার রাজাকারের গন্ধ চলে এলো। কারণ বাংলাদেশে তো ইসলামী ব্যাংকের সাথে রাজাকাররা জড়িত। কিন্তু কি আর করবো ভাই। রাজাকার হোক আর যাই হোক আপনি হয়তো জানেন গত বেশ কয়েক বছর যাবৎ বাংলাদেশের ব্যাংকিং জগতে ইসলামী ব্যাংক খুব ভাল করে আসছে। তাছাড়া আপনি হয়তো জানেন, মালয়েশীয়া সহ কোন কোন মুসলিম দেশে স্বতন্ত্র ইসলামী ব্যাংক ছাড়া ও কোন কোন সাধারণ ব্যাংকে ইসলামী ব্যাংকিং এর কাউন্টার রয়েছে।

সরি ভাই, রাজাকারদের কথা বলে আপনার রাগটা একটু বেশী চড়িয়ে দিলামনা তো? আসলে আমি নিজেও রাজাকারদের উদাহরণ টানতে চাইনি। কিন্তু কি আর করবো উপায় যে রইলো না। আপনি হয়তো ইসলামী ব্যাংক পদ্ধতির এই সফলতাকে মানতে চাইবেন না। তা আমি জানি, কারণ ঐ যে, যাকে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা। আপনি ইসলামী ব্যাংকের উদাহরণ গ্রহন না ও করতে পারেন জেনে ও উদাহরণ দিলাম আপনার চ্যালেঞ্জ এর জবাব দেয়ার জন্য।

আজকের এ লেখার খুব সংক্ষেপ উপসংহারে যে কথাটা বলঝো, জনাব কুদ্দুস খান সাহেবসহ ইসলামের সমালোচকদের কোন কথাই যে শোনার মত নয় এমনটি কিন্তু নয়। আমরা জানি এবং বিশ্বাস করি ইসলামে কিছু সংস্কার করা প্রয়োজন। জনাব কুদ্দুস খানের অনেক লেখাই আমার কাছে সুখপাঠ্য মনে হয়েছে। কিন্তু জনাব কুদ্দুস খানের সাথে আমাদের সমস্যা হলো তাঁর একদেশদর্শীতা নিয়ে। তিনি আমেরিকা ছাড়া আর কিছুই বুঝতে চান না। আমেরিকার সবকিছুই তাঁর কাছে স্বর্গ। আর ইসলাম নামটাই যেন তাঁদের কাছে অসহনীয়। জনাব খান সাহেবরা যদি মনে করে থাকেন যে এবারের এই ক্রুসেডে ইসলামটাকে পিশিযে দেবেন তাহলে, কোরানের সেই উদ্ধৃতিই আমাকে টানতে হবে, "তারা চায় আল্লাহর নুরকে ফুৎকারে নিভিয়ে দেবে। কিন্তু আল্লাহ তাঁর নূরকে পরিপূর্ণ করবেন। যদিও কাফির মুশরিকদের কাছে তা খুব অপছন্দের কারণ হয়।"